JAN. 3 1 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৫...

দৈনিক সংবাদ

শরীয়তপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ

মোবারেক উদ্দিন আহমেদ, শরীয়তপুর থেকে ঃ শরীয়তপুর জেলার ৭টি থানার বেসরকারি ৮৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই সরকারি তদারকির তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি এমনকি স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ মিলেছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি নিয়ম-নীতি পুরোপুরি বাস্তবায়নও করা হচ্ছে না; সে কারণে জেলার বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই এখন পরিচালিত হচ্ছে অনেকটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মতো।

শরীয়তপুর জেলায় বেসরকারি পর্যায়ের মোট ৮৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা ম্যানেজিং কমিটি রয়েছে। তবে প্রায় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির বেশিরভাগ সদস্যই শিক্ষা সংক্রান্ত আইন-কানুন ও সরকারের শিক্ষা বিষয়ক নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের জ্ঞান ও নির্দেশ অনুযায়ীই বেশিরভাগ বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত গাইড লাইন অনুসরণ না করার ফলে এবং সরকারি তদারকির অভাবে স্কুলগুলোতে অনিয়ম ও দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত ফির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্থ আদায় করে ছাত্রছাত্রীদের ফরম ফিলাপের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে আদায়কৃত বেতনের হারও একেক স্কুলে একেক রকম অর্থাৎ কোন স্কুলে বেশি আবার কোন স্কুলে কম। স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সময় নানা ধরনের খাত দেখিয়ে রসিদের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। অনেক স্কুলে দেখা গেছে যে খাতের জন্য অর্থ আদায় করা হচ্ছে ওই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সেই খাতের কোন সুযোগ-সুবিধাও নেই। কোন কোন স্কুলে ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত থাকলে প্রতিদিন অনুপস্থিতির জন্য ১ টাকা, এমনকি কোন কোন স্কুলে ৫টাকা পর্যন্ত অর্থ জরিমানা করা হচ্ছে। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের কক্ষগুলো বর্তমানে 'প্রাইভেট কোচিং সেন্টার' হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরাই এ ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছেন। কোন কোন শিক্ষক বিদ্যালয়ে বসেই বেতনের বাইরে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত টিউশনি করে আয় করছেন। এমনও দেখা গেছে কোন কোন শিক্ষক অতিরিক্ত টিউশনি করতে গিয়ে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সময় দিতে পারছেন না। পড়াশোনা করানোয় মনোযোগ থাকছে না। ফলে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান হ্রাস পাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল করতে পারছে না। ছাত্রছাত্রীরাও টিউশনির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।